দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JAN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষায় বিশ্বব্যাংক দিবে ৩ হাজার কোটি টাকা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পে আরো ৩ হাজার ১২০ কোটি টাকা (৪০ কোটি মার্কিন ডলার) দিবে বিশ্ব ব্যাংক। ঋণ সহায়তা হিসাবে এই টাকা দিবে আন্তর্জাতিক এই সংস্থা। গতকাল এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়নে এ অর্থ ব্যয় করা হবে।

রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত চুক্তিপত্র অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন ও বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহানেস জাট স্বাক্ষর করেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এ উন্নয়নের লক্ষ্য পৃথক তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

একই শিরোনামে দুটি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের প্রধান কর্মসূচিতে রয়েছে সারাদেশে ৩ হাজার ৬৮৫টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, ২ হাজার ৭০৯টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, একজন শিক্ষকের অনুকূলে ৪০ জন ছাত্রের সমন্বয় করা। ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৫৫টি টয়লেট, ৪৯ হাজার ৩০০টি নলকূপ ও জেলা-উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির শুরু থেকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা করে আসছে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে পিইডিপি-৩ কর্মসূচিতে অর্থায়নকারী দাতাসংস্থাগুলো হচ্ছে-বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অসএইড, সিডা, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা), কানাডিয়ান সিডা এবং ইউনিসেফ।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মেজবাহ্ উদ্দিন বলেন, শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ মানে দেশের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত অর্থায়ন করছে দাতারা। চলমান তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আরও ৪০ কোটি মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৮ শতাংশ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করে প্রাথমিক শিক্ষা মানের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহানেস জাট বলেন, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। সরকারের ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন শিক্ষা এবং ছেলে-মেয়ে সমতা অর্জন হয়েছে। সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্মসূচির জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে ১ কোটি ৯০ লাখ শিশুকে স্কুলমুখী করা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা নিশ্চিত হবে। আরও বেশি সংখ্যক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা ছাড়াও এ কর্মসূচির অধীনে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকাসমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অব্যাহত রাখা হবে এবং স্কুলের সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো মান উন্নত করা হবে।